গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/ ০৪ আগস্ট,২০২১, খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং-২৬৬-আইন/২০২১/৪৫/কাস্টমস।- Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর section 219, section 37, 39 এবং THIRD SCHEDULE এর item 2, 5 ও 6 এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**— (১) এই বিধিমালা শুল্ক প্রত্যর্পণ বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।— (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) **"আইন"** অর্থ Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969);

(খ) **"আমদানি শুল্ক"** অর্থ রপ্তানিকৃত পণ্য প্রস্তুতে বা উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের বিপরীতে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত কাস্টমস ডিউটি ও রেগুলেটরি ডিউটি;

(গ) **"উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (input-output co-efficient)"** অর্থ প্রতি একক রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের অপচয়সহ মোট পরিমাণ;

(ঘ) **"প্রকৃত হার"** অর্থ কোনো নির্দিষ্ট পণ্য প্রতি একক রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে অপচয়সহ ব্যবহৃত আমদানিকৃত উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত সমপরিমাণ আমদানি শুল্ক;

(ঙ) **"প্রচ্ছন্ন রপ্তানি"** অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৬২) এ সংজ্ঞায়িত প্রচ্ছন্ন রপ্তানি;

(চ) **"বন্ডেড প্রতিষ্ঠান"** অর্থ Customs Act, 1969 এর section 13 এর অধীন বেসরকারি ওয়্যারহাউসের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান;

(ছ) **"বিল অব এক্সপোর্ট"** অর্থ Customs Act, 1969 এর section 2 এর clause (d) এ সংজ্ঞায়িত বিল অব এক্সপোর্ট;

(জ) **“বোর্ড”** অর্থ National Board of Revenue Order, 1972 (President’s Order No. 76 of 1972) এর Article 3 এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(ঝ) **“মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ)”** অর্থ Customs Act, 1969 এর section 3 এর clause (g) এ উল্লিখিত মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ);

(ঞ) **“রপ্তানি”** অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর দফা (৮২) এ সংজ্ঞায়িত এবং Customs Act, 1969 এ উল্লিখিত রপ্তানি;

(ট) **“রপ্তানিকারক”** অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি বা যে-

(অ) তাহার উৎপাদিত পণ্য অথবা অন্যভাবে সংগৃহীত পণ্য সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত রপ্তানি নীতিতে বর্ণিত শর্তাবলি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন করিয়া সরাসরি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অথবা বাংলাদেশের বাহিরে রপ্তানি করেন; বা

(আ) প্রচ্ছন্ন রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদন করেন;

(ঠ) **“রপ্তানির তারিখ”** অর্থ Customs Act, 1969 এর section 131 এর অধীন রপ্তানির উদ্দেশ্যে যে তারিখে বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করা হয় সেই তারিখ; এবং

(ড) **“সমহার”** অর্থ কোনো প্রতিষ্ঠান বা সমজাতীয় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একই ধরনের উপকরণ ব্যবহার করিয়া অভিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনপূর্বক প্রতি একক রপ্তানিকৃত পণ্যের বিপরীতে নির্ধারিত হারের পরিমাণে আমদানি শুল্ক।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **শুল্ক প্রত্যর্পণ গ্রহণের আবেদনপত্র দাখিলের পদ্ধতি।**— রপ্তানিকারক আমদানি শুল্ক প্রত্যর্পণ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য রপ্তানি হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে রপ্তানির প্রমাণস্বরূপ সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ ফরম-ক অনুযায়ী আবেদনপত্র দাখিল করিবেন।

৪। **আমদানি শুল্কের পরিমাণ ও সমহার নির্ধারণ।**— (১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, সমহার ভিত্তিতে রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণযোগ্য আমদানি শুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবে, তবে যে সকল ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠান একই প্রকার উপকরণ ব্যবহার করিয়া সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনপূর্বক রপ্তানি করে সেই সকল সমজাতীয় পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বোর্ড রপ্তানিকৃত পণ্যে ব্যবহৃত আমদানিকৃত উপকরণের আমদানি শুল্ক প্রত্যর্পণ প্রদানের জন্য, আদেশ দ্বারা, সমহার নির্ধারণপূর্বক সরকারি গেজেটে উহা প্রকাশ করিবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো রপ্তানিকারক কোনো অর্থ বৎসরে নিয়মিতভাবে অভিন্ন উপকরণসমূহ ব্যবহার করিয়া একই রপ্তানি পণ্য উৎপাদনপূর্বক রপ্তানি করিবেন সেইক্ষেত্রে কেবল উক্ত রপ্তানিকারকের জন্য আমদানি শুল্ক প্রত্যর্পণ প্রদানের উদ্দেশ্যে বোর্ড সমহার নির্ধারণপূর্বক সরকারি গেজেটে উহা প্রকাশ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) অনুযায়ী সমহার আদেশ জারি করিবার পর শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর নিয়মিতভাবে রপ্তানিতব্য পণ্যে ব্যবহার্য আমদানিকৃত উপকরণের মূল্য, আমদানি শুল্কহার ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করিবে এবং কোনোরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইলে পরিদপ্তরের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ড পরবর্তীতে সংশোধিত সমহার আদেশ গেজেটের মাধ্যমে জারি করিবে, অন্যথায় অব্যবহিত পূর্ববর্তী নির্ধারিত সমহার আদেশ বহাল থাকিবে।

(৪) সমহার নির্ধারণের জন্য উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক, নির্দিষ্ট অর্থ বৎসরের আমদানি শুল্কহার এবং বিগত অর্থ বৎসরের ১২ (বারো) মাসের আমদানি মূল্যের প্রতিনিধিত্বমূলক গড় মূল্য বিবেচনায় নেয়া হইবে।

(৫) এই বিধিতে উল্লিখিত সমহার শুধু বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে রপ্তানির বিপরীতে প্রত্যর্পণ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৬) যে সকল পণ্যে সমহার আদেশ জারি করা সম্ভব নহে সেই সকল পণ্যের ক্ষেত্রে প্রকৃতহারে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হইবে।

৫। **সমহার ভিত্তিক প্রত্যর্পণ গ্রহণ পদ্ধতি।**— (১) সমহারে প্রত্যর্পণ গ্রহণে ইচ্ছুক রপ্তানিকারক বিধি ৩ এর অধীন আবেদনপত্র দাখিলের পূর্বে ফরম-খ অনুযায়ী উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি ও তথ্যসহ আবেদন করিবেন।

(২) সমহার আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সমহারের আওতায় প্রত্যর্পণ আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে না।

(৩) যেক্ষেত্রে রপ্তানিকারক সরাসরি উপকরণ আমদানি করেন না, বরং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমদানিকৃত উপকরণ স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করিয়া পণ্য উৎপাদনপূর্বক রপ্তানি করেন, সেইক্ষেত্রে তৎকর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণ মূল্যের মধ্যে পরিশোধিত আমদানি শুল্ক অন্তর্ভুক্ত থাকে বিবেচনায় প্রত্যর্পণ আবেদনের সহিত তাহাকে উপকরণ আমদানির দলিলাদি বা স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে না।

৬। **প্রকৃত হার ভিত্তিক প্রত্যর্পণ গ্রহণ পদ্ধতি।**— (১) প্রকৃত হারে প্রত্যর্পণ গ্রহণে ইচ্ছুক রপ্তানিকারক রপ্তানির তারিখের পূর্বে কাঁচামাল আমদানির পর উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হইলে ফরম-খ তে উল্লিখিত দলিলাদিসহ উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক গ্রহণের জন্য আবেদন করিবেন।

(২) আবেদন প্রাপ্তির পর প্রয়োজনে, উৎপাদন প্রক্রিয়া জরিপ করিয়া প্রয়োজনীয় শর্ত, সীমা ও পরিধি আরোপপূর্বক মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ), প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করিয়া উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক নির্ধারণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, জরিপ কার্য সম্পাদনকালীন আবেদনকারী যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং আইনের ধারা ২০০ অনুযায়ী সমুদয় খরচ পরিশোধ করিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুসরণপূর্বক সহগ নির্ণয় না করিয়া পণ্য রপ্তানির তারিখের পর প্রত্যর্পণের আবেদন করা হয়, সেইক্ষেত্রে মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) স্বীয় এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়া আইনানুগ পন্থায় আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। **বন্ডেড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক গ্রহণ ও প্রত্যর্পণ পদ্ধতি।**— (১) যেক্ষেত্রে বন্ডেড প্রতিষ্ঠানকে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর হইতে উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক সংগ্রহ করিয়া কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট এর নিকট ইউটিলাইজেশন পারমিশনের জন্য আবেদন করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক গ্রহণের জন্য ফরম-খ অনুযায়ী আবেদন দাখিল করিবে এবং শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) যে সকল বন্ডেড প্রতিষ্ঠান শুল্ক পরিশোধের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি করিয়া পণ্য প্রস্তুতপূর্বক উক্ত পণ্য রপ্তানি করিয়া থাকে, সেই সকল বন্ডেড প্রতিষ্ঠান উক্ত কাঁচামালের আমদানির বিপরীতে পরিশোধিত শুল্ক বিধি ৫ বা বিধি ৬ অনুযায়ী প্রত্যর্পণের জন্য মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) বরাবর আবেদন করিতে পারিবে।

৮। **আবেদন নিষ্পত্তির পদ্ধতি।**— (১) বিধি ৩ ও ৭ এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) প্রাথমিক পরীক্ষায় আবেদনপত্রটি যথাযথভাবে পূরণকৃত হইয়াছে বলিয়া সন্তুষ্ট হইলে প্রত্যর্পণ প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(২) আবেদনটি অসম্পূর্ণ থাকিলে মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন দলিলাদি দাখিলের নির্দেশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে তলবকৃত দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে, তবে উক্ত সময়ের মধ্যে যৌক্তিক কারণে তলবকৃত দলিলাদি দাখিলে ব্যর্থ হইলে রপ্তানিকারক সময় বৃদ্ধির জন্য মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) এর নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) উপযুক্ত বিবেচনা করিলে দলিল দাখিলের জন্য অতিরিক্ত ১৫ (পনেরো) দিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দলিলাদি দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) প্রত্যর্পণ আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন।

(৫) মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) দাখিলকৃত দলিলাদির সঠিকতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে সরেজমিনে বা অনলাইনে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনে, প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৯। **চেক ইস্যু পদ্ধতি।**— বিধি ৮ এর উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত পরিদর্শন সম্পন্ন হইবার ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে এবং যেক্ষেত্রে পরিদর্শন প্রয়োজন হইবে না সেইক্ষেত্রে দলিলাদি দাখিলের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করিয়া প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থ Account Payee চেকের মাধ্যমে ফরম-গ এ উল্লিখিত অঙ্গীকারনামায় রপ্তানিকারকের ব্যাংক একাউন্টের বিপরীতে ইস্যু করিবেন।

১০। **বকেয়ার তথ্য ও অঙ্গীকারনামা।**— (১) প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং সরকারি রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসনের আওতাধীন সকল কমিশনারেট এবং কাস্টম হাউসসমূহ নিয়মিতভাবে স্ব স্ব দপ্তরের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নিরঙ্কুশ বকেয়ার বিষয়ে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(২) রপ্তানিকারকের নিকট কোনো বকেয়া পাওনা রহিয়াছে কিনা তাহা প্রত্যর্পণ আবেদন দাখিলের সময় রপ্তানিকারক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে ফরম-গ এ উল্লিখিত অঙ্গীকারনামায় উল্লেখ করিবেন।

(৩) অঙ্গীকারনামায় প্রদত্ত তথ্য এবং প্রত্যর্পণ আবেদনের সহিত এই বিধিমালায় উল্লিখিত দাখিলকৃত দলিলাদি এবং তথ্য অসত্য অথবা জাল প্রমাণিত হইলে আইনের বিধান অনুযায়ী মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১১। **ভুলক্রমে গৃহীত প্রত্যর্পণ সমন্বয়।**— (১) কোনো আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান ভুলক্রমে কোনো প্রত্যর্পণ গ্রহণ করিলে প্রত্যর্পণের চেক ইস্যুর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং পরিদপ্তরে দাখিলকৃত অব্যবহিত পরবর্তী প্রত্যর্পণ আবেদনের সহিত উহা সমন্বয় করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত সমন্বয়ের কোনো সুযোগ না থাকিলে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরকে অবহিতকরণের তারিখ হইতে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ভুলক্রমে গৃহীত প্রত্যর্পণ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) ভুলক্রমে গৃহীত প্রত্যর্পণের বিষয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরকে অবহিত না করিলে পরবর্তীতে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর কর্তৃক তাহা উদঘাটিত হইলে আইনের বিধান অনুযায়ী মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) রপ্তানিকারকের প্রাপ্য নহে এইরূপ প্রত্যর্পণ এবং সংশ্লিষ্ট অর্থদন্ড আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর আদায় করিবে।

ফরম-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

আমদানি শুল্ক প্রত্যর্পণের আবেদনপত্র

[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

<table>
<tr><td colspan="3">আবেদনকারীর জন্য নির্দেশিকা

প্রত্যেক রপ্তানিকারককে প্রত্যর্পণের জন্য বর্ণিত ফরমেট অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে। শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের চাহিত তথ্যের তালিকার মধ্যে যে সকল তথ্য প্রদান করা হইয়াছে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে।</td></tr>
<tr><td>আবেদনের তারিখ:</td><td>ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা (BIN)</td><td>করদাতা কি শতভাগ সরাসরি/শতভাগ প্রচ্ছন্ন/স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্র/পশ্চাদ সংযোগ/স্থানীয় উৎপাদনকারী/বাণিজ্যিক রপ্তানিকারক? প্রযোজ্যটিতে টিক দিন।</td></tr>
<tr><td colspan="2">প্রতিষ্ঠানের নাম:</td><td>এলাকা কোড:</td></tr>
<tr><td colspan="3">প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:</td></tr>
<tr><td colspan="2">আবেদনের প্রকৃতি:
(ক) সমহারের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ
(খ) প্রকৃতহারের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ
*প্রযোজ্যটিতে টিক দিন।
** এই ফরমের প্রতিটি ঘর অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে।</td><td>সংযোজনী: (সংযোজনী হিসাবে দাখিলকৃত মূল দলিলাদির ফটোকপি আবেদনকারী কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে)
১. তিনশত টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা।
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির সনদপত্র (পিআরসি)।
৩. লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের/সত্বাধিকারীর স্বাক্ষরের প্রত্যয়ন পত্র।
৪. রপ্তানি ঋণপত্রের ফটোকপি (ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত)/সেলস কন্ট্রাক্ট এর ফটোকপি (ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত)।
৫. ইএক্সপি ফরম এর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত কপি।
৬. কাস্টমস স্বাক্ষরিত রপ্তানি ইনভয়েস ও প্যাকিং লিস্ট।
৭. বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক চালান/রেলওয়ে রিসিট এর ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত কপি।
৮. বিল অব এক্সপোর্টের কপি।
৯. আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, এলসি।
১০. উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক এর কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১১. সমহার আদেশের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১২. আন্তর্জাতিক/স্থানীয় দরপত্রের ক্ষেত্রে: (১-১১ এর দলিলাদিসহ) দরপত্রের পেপার কাটিং, মূল দরপত্র/বিড ডকুমেন্টস এর Financial Part এর ফটোকপি (কার্যাদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা বা তাহার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত), কার্যাদেশের কপি (কার্যাদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা বা তাহার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত), চুক্তিপত্রের কপি (কার্যাদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা বা তাহার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত), বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির সনদপত্র (পিআরসি), Joint Venture প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Joint Venture Agreement এর কপি, Joint Venture প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাওয়ার অব এ্যাটর্নির কপি।</td></tr>
</table>

ক্রমিক নং	রপ্তানি কৃত পণ্যের নাম	রপ্তানিকৃত পণ্যের এইচ.এস কোড	পণ্যের একক	পণ্যের পরিমাণ	রপ্তানিলব্ধ মূল্য (পিআরসি'র তথ্য অনুযায়ী)		প্রতি এককে প্রত্যর্পণযোগ্য শুল্কের পরিমাণ (টাকা)	প্রত্যর্পণযোগ্য মোট শুল্কের পরিমাণ (টাকা)
					বৈদেশিক মুদ্রায়	টাকায়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য ও সংযুক্ত দলিল সঠিক এবং সত্য। দাখিলকৃত দলিলাদির কপি মূলকপির অনুরূপ। প্রয়োজনে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী মূলকপি দাখিল করিব।

নিবেদক,

তারিখ: ....

চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষর
নাম:....................
পদবি: ....

ফরম-খ

উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক গ্রহণ

[বিধি ৫, ৬ ও ৭ দ্রষ্টব্য]

বরাবর
মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ)
শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর,
ঠিকানা: ....

প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা	ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা (BIN)	প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স নং ও তারিখ	ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা, প্রতিষ্ঠানের ই-মেইল ঠিকানা

উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক গ্রহণের আবেদনের প্রকৃতি: (প্রযোজ্যটিতে টিক দিন)
(ক) সমহারের জন্য উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক
(খ) প্রকৃতহারের জন্য উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক

সংযোজনীঃ

১। মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি; (প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত)।

২। হালনাগাদ প্রাপ্যতা শীটসহ বন্ড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি (প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত)।

৩। প্রস্তাবিত উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক এবং পূর্বের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (যদি থাকে) এর ফটোকপি (প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত)।

৪। সংশ্লিষ্ট বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক অনুমোদিত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর ফরম ২.১ (এল-৬) মোতাবেক মেশিনারির তালিকা (প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত)।

৫। কাঁচামাল স্থানীয় ভাবে ক্রয়কৃত/আমদানির দলিলাদি (বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত ইনভয়েস ও প্যাকিং লিস্ট এর ফটোকপি) এবং রপ্তানি এলসি বা রপ্তানি আদেশের কপি (ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত)।

৬। উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে অনুমতি প্রাপ্ত কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা সংবলিত অনুমতিপত্র (প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত)।

৭। যে পণ্য রপ্তানি হইবে উহার ইতঃপূর্বের রপ্তানি সংক্রান্ত দলিলাদি (সমহারে প্রত্যর্পণ গ্রহণে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য), ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, বিল অব এক্সপোর্ট (ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত)।

Sample Chart of proposed Input-Output Co-efficient

Name of Export Item & Unit	Name of Raw Materials	Measurement Unit of Raw Materials	Consumption		
			Net	Wastage	Gross

Sample Chart of Mechinery list

Serial No.	Name of Machine	Number of Machine	Country of Origin of Imported Machinery

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্য ও দলিলাদি সত্য ও সঠিক।

ধন্যবাদান্তে-

চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষর
নাম:....................
পদবি: ....

ফরম-গ

<u>অঙ্গীকারনামা</u>

[বিধি ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য]

বরাবর
মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ)
শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর,
ঠিকানা: ....

(১) আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী .... এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে,

(ক) আমাদের প্রতিষ্ঠান '.....................................' একটি রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান। নিম্নের ছক অনুযায়ী আমরা .... রপ্তানি করিয়াছি

ক্রমিক নং	বিল অব এক্সপোর্ট নং	তারিখ	ঋণপত্র/চুক্তিপত্র নং	তারিখ	রপ্তানিকৃত পণ্যের পরিমাণ (এককসহ)	প্রত্যর্পণযোগ্য শুল্কের পরিমাণ

(খ) রপ্তানিকৃত পণ্য প্রকৃতই রপ্তানি করা হইয়াছে, উহা বাংলাদেশের কোনো স্থানে পুনরায় খালাস করা হয় নাই এবং বাংলাদেশের কোনো স্থানে উহা পুনঃ খালাসের অভিপ্রায় নাই;

(গ) আমরা উৎপাদক, রপ্তানিকারক হিসাবে স্পেশাল বন্ড সুবিধা ভোগ করি নাই;

(ঘ) আলোচ্য রপ্তানিকৃত পণ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানির প্রমাণক হিসাবে যেই সকল বিল অব এন্ট্রি দাখিল করিয়াছি তাহা আমাদের প্রতিষ্ঠানের দাখিলপত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে;

(ঙ) আলোচ্য রপ্তানিতব্য পণ্য উৎপাদনে যে সমস্ত কাঁচামাল ব্যবহৃত হইয়াছে সেই সমস্ত কাঁচামাল আমদানিকালীন কোনো বন্ড সুবিধা গ্রহণ করি নাই;

(চ) বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে জারিকৃত সার্কুলার এর আওতায় নগদ সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি/ করি নাই (নগদ সহায়তা গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহার তথ্য);

(ছ) এই যাবৎ আমাদের প্রতিষ্ঠানের নিকট সরকারের কোনো শুল্ক কর, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পাওনা নাই এবং কোনো পাওনা উদ্ভব হইলে আপনার দপ্তর হইতে পত্র মারফত দাবি করা মাত্রই তাহা সরকারের কোষাগারে জমা প্রদানে বাধ্য থাকিব;

(জ) আমদানি শুল্ক প্রত্যর্পণ বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি ১১ এর বিধান অনুযায়ী ভুলক্রমে গৃহীত প্রত্যর্পণ সমন্বয় করিতে বাধ্য থাকিব;

(ঝ) শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের নিকট দাখিলকৃত এই আবেদনের সহিত সংযুক্ত সকল দলিল, তথ্য আমার দ্বারা স্বাক্ষরিত, যাহা সঠিক ও সত্য। উক্ত তথ্যাদি ও দাখিলকৃত দলিলাদি পরবর্তীতে যদি ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমাদের অনুকূলে প্রদত্ত কিন্তু প্রাপ্য নহে এইরূপ সমুদয় অর্থ ফেরৎ প্রদানসহ যে কোনো আইনানুগ শাস্তি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব।

(২) বর্ণিত পরিস্থিতিতে আবেদন অনুযায়ী আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত হিসাব নং-................... এর বরাবরে চেক ইস্যু করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

নিবেদক,

চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষর
নাম:.....................
পদবি: ....

****** ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্ত তথ্য সংযোজনের প্রয়োজন হইলে আলাদা পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা যাইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
চেয়ারম্যান।